৭১

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ··· FEB. ·4 3 1999 ··· ···
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১-৩

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, ইন্টার্নিশিপ প্রোগ্রাম

কাজী মোস্তাক গাউসুল হক

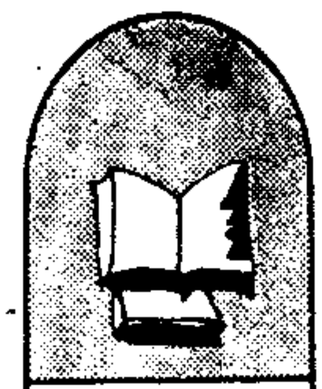

লাইব্রেরীকর্নার

তথ্য হচ্ছে আধুনিক সমাজের প্রাণশক্তিস্বরূপ। এটি হচ্ছে একটি STIMULUS বা উদ্দীপক যা প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি কাজে দিন দিন অপরিহার্য হয়ে উঠছে। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বও সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে তথ্য এবং তথ্য প্রদানকারী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা নানা কারণেই বেশি। আমাদের দেশে প্রথাগত গ্রন্থাগারের পরিচিত ফরম্যাটের বাইরে এসে এ বিষয়ে নতুন ধরনের কিছু করার মতো প্রতিষ্ঠানের বেশ অভাব। এ অভাব পূরণেই এগিয়ে এসেছে গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগার। মূলত উন্নয়নমূলক তথ্যাবলি সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কাজে নিয়োজিত অনন্য সাধারণ এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন ধরে গণ-উন্নয়ন কর্মী, সংগঠক ও চিন্তাবিদদের প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে।

গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ১৯৮০ সালে একদল উদ্যোগী উন্নয়ন কর্মীর দ্বারা, যারা সামাজিক গতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যের অভাব এবং তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। গত আঠারো বছর ধরে গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগার ধাপে ধাপে এর কর্মপরিসরকে প্রসারিত করেছে এবং বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন তথ্য সেক্টরের বিরাজমান অভাবসমূহ মেটানোর চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র, গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম, অডিও ভিজুয়াল কার্যক্রম ও বিক্রয় কেন্দ্র এবং স্কুল প্রোগ্রাম- এই ছয়টি প্রোগ্রামে বিভক্ত হয়ে এই সংগঠনটি পাঠক মহলের সার্বিক চাহিদা পূরণে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এর সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে ২৫,০০০-এর মতো বই, ডকুমেন্ট, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রায় ১৫০টি সাময়িকপত্র আছে। ১৯৮২ সালে স্থাপিত রেফারেন্স শাখায় আছে দুর্লভ সব তথ্য, আছে ৫২টি বিষয়ে নিয়মিত সংগৃহীত নিউজ ক্লিপিং। গণ- উন্নয়ন গ্রন্থাগার তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ছাড়াও তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্য নিয়মিত পাঠচক্র ও সেমিনারের আয়োজন করে। এর অডিও ভিজুয়াল শাখায় আছে সাত শতাধিক ডকুমেন্টারি, দুই শতাধিক ভিডিও ফিচার ফিল্ম, বহু ডকুমেন্টারি ফিল্ম, স্লাইড এবং ছবি।

গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগারের বহুল প্রশংসিত কর্মকাণ্ডগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে এর ইন্টার্নিশিপ বা শিক্ষানবিশী প্রোগ্রাম। এই কর্মসূচির আওতায় গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের ছয়জন ছাত্রছাত্রী ছয় মাসব্যাপী হাতে-কলমে কাজ শেখার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। এ কর্মসূচির সূচনা ১৯৯৫ সালে। ইতোমধ্যেই এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

ইন্টার্নিশিপ বিবিধ পরিপ্রেক্ষিতে

এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের ১৮ জন ছাত্রছাত্রী গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগারে ইন্টার্নিশিপ সমাপ্ত করে গেছেন। এদের প্রত্যেকই অন্য সহপাঠীদের তুলনায় ভাল চাকরি পেয়েছেন এবং বর্তমানে নিজ নিজ পেশায় প্রতিষ্ঠিত। তাদের কেউ কেউ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন। বাকিরা গ্রন্থাগারিক, উন্নয়নকর্মী ইত্যাদি পেশায় আছেন।

গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগারের ইন্টার্নিশিপ প্রোগ্রাম বিষয়ে প্রাক্তন ইন্টার্নি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা খোলাখুলিভাবে তাদের মত রেখেছেন। প্রত্যেক পূর্বতন ইন্টার্নিই গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগারের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। কারণ তারা একই সঙ্গে পেশাদারিত্ব এবং কর্মনিষ্ঠার পাঠ নিয়েছেন, এই প্রতিষ্ঠান থেকেই। ভবিষ্যৎ ইন্টার্নিরা এই প্রোগ্রাম নিয়ে কি ভাবছেন? তারা চান গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগারে এমন একটি পরিবেশ বিরাজ করুক যেখানে গ্রন্থই সঙ্গে অনেক কিছু করা যাবে এবং অনেক কিছু শেখা যাবে। তারা এই ইন্টার্নিশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে মূলত যে চারটি বিষয়ে নিজেদের জ্ঞানকে পরিপক্ব করতে চায় সেগুলো হচ্ছে : ক) কম্পিউটার, খ) ইংরেজি, গ) গণ-যোগাযোগ এবং ঘ) তথ্য নেটওয়ার্কিং। অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী শামসুন নাহার তোরণের ভাষায়, 'গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগারে আমি যা শিখতে চাইব তা হচ্ছে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং সেই সঙ্গে এ বিষয়ের প্রতিটি ব্যবহারিক দিক।' বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ এস এম মান্নান চান গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগার ইন্টার্নিদের মাসিক সম্মানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সার্বিক সুযোগ-সুবিধারও বিস্তার ঘটাবে। তিনি বলেন, 'গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগারের উচিত একটি পুরোদস্তুর প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন যাতে ইন্টার্নিরা তাদের পেশাদারি মানদণ্ডের উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যক্তিত্বেরও বিকাশ ঘটাতে পারবে।

লাইব্রেরিতে চলছে লেখাপড়া

ইন্টার্নিশিপ : কি পাচ্ছে ইন্টার্নিরা

গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগারের ইন্টার্নিশিপ প্রোগ্রামের সাফল্য মূলত নির্ভর করছে নিচের সূচকগুলোর উপর :

১) এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইন্টার্নিরা তাদের তত্ত্বগত জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারছে। ফলে তারা একই সঙ্গে তাদের বিষয়ের তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক দিক সম্বন্ধে অবগত হতে পারছে।

২) ইন্টার্নিশিপ প্রোগ্রাম তাদেরকে পেশাদারিত্বের শিক্ষা দিচ্ছে যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৩) গ্রন্থাগারের কাজকর্মে অংশ নিয়ে তারা পাঠকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ ও মতবিনিময় করতে পারছে এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবার নানা দিক সম্বন্ধে অবগত হতে পারছে।

৪) এই প্রোগ্রাম ইন্টার্নিদেরকে প্রশাসনিক সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাস্তব জ্ঞান দিচ্ছে।

৫) ইন্টার্নিরা আধুনিক প্রযুক্তি সম্বন্ধে জানতে এবং হাতে-কলমে সেগুলোর ব্যবহার রপ্ত করতে পারছে।

৬) গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগারের আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে তারা তাদের ইংরেজি ভাষার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করতে পারছে।

৭) বেশির ভাগ ইন্টার্নির কাছেই গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগারের দেয়া সম্মানিই তাদের জীবনের প্রথম উপার্জন। এটি তাদেরকে প্রচুর প্রণোদনা যোগায়।

৮) এই প্রোগ্রাম তাদের ব্যক্তিগত পরিচিতির গণ্ডি বাড়াতে সহায়তা করে। তারা নিজ পেশার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছে।

৯) ইন্টার্নিরা দেশের এনজিওসমূহের কাজকর্ম সম্বন্ধে অবগত হতে পারছে এবং এনজিও কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে পরোক্ষভাবে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখছে।

১০) গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগারের নিয়মিতভাবে আয়োজিত সেমিনার, কর্মশালা, পাঠচক্র ইত্যাদিতে অংশ নিয়ে নিজেদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারছে।

১১) এই প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে তারা অলস সময় না কাটিয়ে তাদের সময়ের যথার্থ ব্যবহার করতে পারছে।

১২) গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধ অডিও ভিজুয়াল শাখার কাজকর্মে অংশ নিয়ে ইন্টার্নিরা ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি, স্লাইড তৈরি ও প্রদর্শন, ভিডিও ফুটেজ তৈরি ও প্রদর্শন ইত্যাদি কাজ সম্বন্ধে জানতে পারছে।